রিসালা নং ৮৫

TILAWAT KI FAZILAT

তিলাওয়াতের ফযীলত

- আশেকে কুরআনের মহান মর্যাদা
- একটি হরফে দশটি নেকী
- আয়াত কিংবা সুন্নাত শিখানোর ফযীলত
- পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ২১টি মাদানী ফুল
- কুরআন তিলাওয়াতকারী মাদানী মুন্নাদের ফযীলত
- তিলাওয়াতে সিজদার ১৪টি মাদানী ফুল
- কুরআনের অনুবাদের ৪টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত

দা'ওয়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

তিলাওয়াতের ফযীলত

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল, اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

اَللّٰهُمَّ افۡتَحۡ عَلَيۡنَا حِكۡمَتَكَ وَانۡشُرۡ

عَلَيۡنَا رَحۡمَتَكَ يَا ذَاالۡجَلَالِ وَالۡاِكۡرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

তিলাওয়াতের ফযীলত

শয়তান এ রিসালা পাঠ করা থেকে আপনাকে অনেক বাধা দিবে। তবুও আপনি সম্পূর্ণ রিসালাটি পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের ধনভান্ডার আপনার হাতে আসবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা পুলসিরাতের উপর নূর হবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার ৮০ বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।"

(আল জামেউস্ সগীর লিস্ সুয়ূতী, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫১৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)

এহী হে আরজু তালীমে কুরআন আম হো জায়ে
হার এক পরচম ছে উঁচা পরচমে ইসলাম হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আশেকে কুরআনের মহান মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ দৈনিক এক বার কুরআন শরীফ খতম করতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ সর্বদা দিনের বেলায় রোজা রাখতেন আর রাতে ইবাদত করতেন। যেই মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন সেই মসজিদে অবশ্যই দুই রাকাত (তাহিয়াতুল মসজিদের) নামায অবশ্যই আদায় করতেন। তিনি **আল্লাহ তাআলার** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: আমি জামে মসজিদের প্রতিটি স্তম্ভের পাশেই পবিত্র কুরআনের খতম দিয়েছি এবং **আল্লাহ তাআলার** দরবারে কান্নাকাটি করেছি। তিনি নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করাকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন। তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ উপর **আল্লাহ তাআলার** এত বড় দয়া হল যে, ঈর্ষা চলে আসে। যেমন- ওফাতের পর দাফন করার সময় হঠাৎ করে একটি ইট কবরের ভিতর চলে যায় । লোকেরা যখন ইটটি নেওয়ার জন্য ঝুকল, তখন এটা দেখে, তারা হতবাক হয়ে গেল। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন! তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ পরিবারের লোকজনের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করা হল; তখন তাঁর শাহজাদী সাহেবা বললেন: আমার সম্মানিত পিতা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ প্রত্যহ এভাবে দোআ করতেন; হে **আল্লাহ্**! তুমি যদি কাউকে ওফাতের পর কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য প্রদান করে থাক, তাহলে আমাকেও সেই মর্যাদা দান করুন। বর্ণিত রয়েছে; লোকজন যখনই তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ মাযার শরীফের পাশ দিয়ে গমন করত, তখন নূরানী কবর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৩৬২, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক । اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

দাহান ময়লা নেহিঁ হোতা বদন ময়লা নিহিঁ হোতা
খোদা কে আউলিয়া কা তো কাফন ময়লা নিহিঁ হোতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

একটি হরফে দশটি করে নেকী

কুরআন মজীদ, ফোরকানে হামীদ **আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্র কালাম। কুরআন পড়া, পড়ানো, শোনা, শোনানো সবই সাওয়াবের কাজ। পবিত্র কুরআনের একটি হরফ পড়লে দশটি নেকী পাওয়া যায়। যেমন- **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর তথা, পবিত্র কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী লাভ করবে যা দশটি নেকীর সমান। আমি এটা বলছি না যে, الم একটি হরফ। বরং 'ا' একটি হরফ, 'ل' একটি হরফ এবং 'م' এটি হরফ।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৯১৯)

তিলাওয়াত কি তৌফিক দে দে ইলাহী
গুনাহোঁ কি হো দূর দিল ছে সিয়াহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম ব্যক্তি

নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহানশাহে বনী আদম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০২৭) হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুর রহমান সুলামী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মসজিদে কুরআন শরীফ পড়াতেন, আর বলতেন: এই হাদীস শরীফটিই আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে।

(ফয়জুল কদীর, ৩য় খন্ড, ৬১৮ পৃষ্ঠা, ৩৯৮৩ নং হাদীসের টীকা)

আল্লাহ্ মুঝে হাফেজে কুরআন বানা দেয়
কুরআন কে আহকাম পে ভি মুঝ কো চালা দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুরআন সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিখায় এবং যা কিছু কুরআনে পাকে রয়েছে তার উপর আমল করে (অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী আমল করে), কুরআন শরীফ তার জন্য সুপারিশ করবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" (তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৪১তম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা, আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবরানী, ১০ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৪৫০)

ইলাহী খোব দে দে শওক কুরআঁ কি তিলাওয়াত কা
শরফ দে গুম্বদে খদ্বরা কে ছায়ে মেঁ শাহাদত কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আয়াত কিংবা সুন্নাত শিখানোর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত কিংবা দ্বীনের কোন সুন্নাতের শিক্ষা দিল, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য এমন সাওয়াব তৈরি করবেন যে, তার চেয়ে উত্তম সাওয়াব আর কারো জন্যই (তৈরি করা) হবে না। (জামউল জাওয়ামি লিস সুয়ুতী, ৭ম খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৪৫৪)

তিলাওয়াত করোঁ হার ঘড়ি ইয়া ইলাহী
বকোঁ না কভি ভি ওয়াহী তাবাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক আয়াত শিক্ষা দানকারীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব

যুন্নুরাইন, জামেউল কুরআন, হযরত সায়্যিদুনা **ওসমান গনী ইবনে আফ্‌ফান** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা দিয়েছে, তার জন্য শিক্ষা গ্রহণকারীর থেকেও দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। অন্য এক হাদীসে রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা দিল, যত দিন পর্যন্ত সেই আয়াতের তিলাওয়াত চলতে থাকবে, তার জন্য (শিক্ষা দানকারীর) সাওয়াব জারি থাকবে।" (জামউল জাওয়ামি, ৭ম খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৪৫৫-২২৪৫৬)

তিলাওয়াত কা জযবা আতা কর ইলাহী
মুআফ ফরমা মেরি খতা হার ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব বৃদ্ধি করতে থাকবেন

অন্য এক হাদীস শরীফে রয়েছে; "যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর (পবিত্র কুরআনের) একটি আয়াত অথবা ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা দিয়ে থাকে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামত পর্যন্ত তার সাওয়াব বৃদ্ধি করতে থাকবেন।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫৯তম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

আতা হো শওক মাওলা মাদ্‌রাসে মেঁ আনে জানে কা
খোদায়া যওক দেয় কুরআন পড়নে কা পড়ানে কা।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মায়ের পেটে ১৫ পারা হিফজ করে নেন

'মালফূজাতে আলা হযরত' কিতাব থেকে একটি উপকারী **'আরজ'** ও একটি ঈমান তাজাকারী **'ইরশাদ'** লক্ষ্য করুন।

আরজ: হুজুর! 'بِسْمِ الله' শুরু করার (অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদেরকে আরবী সবক দেওয়ার) জন্য কি শরীয়াতে কোন বয়স সীমা নির্ধারিত রাখা হয়েছে?

ইরশাদ: শরীয়াতে কোন বয়স সীমা নির্ধারণ নেই। তবে মাশায়িখে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মতে, চার বৎসর চার মাস চার দিন নির্ধারিত রয়েছে। হযরত খাজা কুতুবুল হক ওয়াদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বয়স যেদিন চার বৎসর চার মাস চার দিনে উপনীত হয়, সেই দিনটি তাঁকে 'بِسْمِ الله' এর সবক দেওয়ার দিনক্ষণ হিসাবে নির্ধারণ করা হল এবং লোকজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও সেখানে তাশরিফ রেখেছিলেন। 'بِسْمِ الله' পড়াতে চাইলেন, কিন্তু ইল্‌হাম হল: থামুন! হামীদুদ্দীন নাগওয়ারী আসছেন। তিনিই পড়াবেন। এদিকে নাগওয়ারে কাজী হামীদুদ্দীন ছাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট ইল্‌হাম হল যে, শীঘ্রই যাও! আমার এক বান্দাকে 'بِسْمِ الله'র পাঠ দিয়ে এস! কাজী ছাহেব তৎক্ষণাৎ আগমন করলেন এবং তাঁকে বললেন: 'সাহেবজাদা' পড়ুন! 'بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ'। অথচ তিনি পড়লেন, 'اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝' আর প্রথম পারা থেকে শুরু করে ১৫তম পারা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।

হযরত কাজী ছাহেব এবং খাজা ছাহেব বললেন: সাহেবজাদা! আরো তিলাওয়াত করুন। বললেন: আমি আমার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় এতটুকুই শুনেছিলাম, আর তাঁর (আমার আম্মাজানের) এতটুকুই মুখস্থ ছিল। সেটি আমারও মুখস্থ হয়ে গেল!

(মালফুজাতে আ'লা হযরত, ৪৮১ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

খোদা আপনি উলফত মেঁ সাদিক বানা দে
মুঝে মুস্তফা কা তো আশেক বানা দে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আফসোস! ইসলামী জ্ঞান কম থাকার কারণে বর্তমানে মুসলমানদের এক বিরাট অংশ পবিত্র কুরআন পড়ার, পড়ানোর, শুনার, শোনানোর, এমনকি পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা প্রভৃতি শরীয়াতের বিধানগুলো সম্পর্কেও অবগত নয়। ইলম প্রচারের সাওয়াব পাওয়ার জন্য ও মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার নিয়্যতে পবিত্র কুরআন সম্পর্কিত রং-বেরঙের মাদানী ফুলের সমাহার পেশ করছি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ২১টি মাদানী ফুল

﴾১﴿ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতি দিন সকালে পবিত্র কুরআন মজীদে চুমু দিতেন। আর বলতেন: 'এটি হচ্ছে আমার **রব তাআলার** প্রতিশ্রুতি ও তাঁর কিতাব।'

(দুররে মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩৪ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা, বৈরুত)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

﴾২﴿ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা মুস্তাহাব, আর সূরা আরম্ভ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা সুন্নাত। অন্যথায় মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩য় অংশ, ৫৫০ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

﴾৩﴿ সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) থেকে যদি তিলাওয়াত শুরু করে, তবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উভয়টি পাঠ করে নিবেন, আর যে ব্যক্তি (এ সূরা) আগে থেকে তিলাওয়াত শুরু করে এবং এমতাবস্থায় সূরা তাওবায় (তিলাওয়াতের সময়) এসে যায়, তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার প্রয়োজন নেই, আর এই সূরার প্রারম্ভে নতুন সূত্রে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করার রীতি অনেক হাফেজে কুরআন প্রবর্তন করেছে, এটি একেবারেই ভিত্তিহীন এবং যেটা প্রচলণ রয়েছে, সূরা তাওবা নতুন ভাবে পাঠ করলে তখনও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তে হবে না, সেটিও ভুল। (প্রাগুক্ত, ৫৫১ পৃষ্ঠা)

﴾৪﴿ ওযু সহকারে ক্বিবলামুখি হয়ে, ভাল পোষাক পরিধান করে বসে, তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

﴾৫﴿ পবিত্র কুরআন দেখে দেখে পাঠ করা, মুখস্থ পাঠ করার থেকে উত্তম। এতে করে তিলাওয়াত করা হয়, দেখাও হয় এবং হাতে স্পর্শ করাও হয়, আর এসব কাজ হচ্ছে ইবাদত। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

﴾৬﴿ কুরআন মজীদকে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা উচিত। কণ্ঠ ভাল না হলেও ভাল কণ্ঠ বানানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু এমন ভাবে সুর দিয়ে পড়া, হরফ উচ্চারণে কম বেশী হয়ে যায়, যেমন গায়করা করে থাকে, এটা না-জায়েয। বরং পড়ার সময় তাজবীদের কায়েদার দিকে খেয়াল রাখুন। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা)

﴾৭﴿ কুরআন মজীদ উচ্চ স্বরে পাঠ করা উত্তম, যদি তা কোন নামাযী, রোগী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্টের কারণ না হয়। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

﴾৮﴿ যখন পবিত্র কুরআনের সূরা বা আয়াত পড়া হয়, ঐ সময় কিছু লোক নীরব থাকে, কিন্তু এদিক-সেদিক দেখা, নড়াচড়া করা, ইশারা করা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকেনা। তাদের খেদমতে আরজ হচ্ছে; নীরব থাকার পাশাপশি মনোযোগ দিয়ে শোনাও আবশ্যক। যেমন– ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩তম খন্ডের ৩৫২ পৃষ্ঠায় আমার আক্বা আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উল্লেখ করেছেন: যখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং নীরব থাকা ফরজ। মহান **রব্বুল আলামীন** ইরশাদ করেন:

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾ (পারা- ৯, সূরা- আরাফ, আয়াত- ২০৪)

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং পবিত্র কুরআন যখন তিলাওয়াত করা হবে তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নিরব থাকবে, যাতে করে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।)

﴾৯﴿ উচ্চ স্বরে যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন উপস্থিত সকলেরই তা শ্রবন করা ফরজ, ঐ সমাগমে যদি সকল মানুষই তা শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। অন্যথায় এক জন শুনলেই যথেষ্ট হবে। যদিও অন্য লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

﴾১০﴿ সমাগমে উপস্থিত সকলেই বড় আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম। বেশির ভাগ (মৃত ব্যক্তির) তৃতীয় দিবসে সবাই মিলে বড় আওয়াজে কুরআন শরীফ পড়ে থাকে, এটি হারাম। যদি কিছু লোক এক সাথে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কারী হয়, সেক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান হচ্ছে নিম্ন স্বরে পড়া। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড ৩য় অংশ, ৫৫২ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

﴾১১﴿ মসজিদে অন্য লোক নামায কিংবা অজিফা ইত্যাদি পাঠে রত আছে, ঐ সময় এমন স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করুন যাতে কেবল নিজেই শুনতে পান। পাশের লোকটির নিকট যেন আওয়াজ না পৌছে।

﴾১২﴿ বাজারে অথবা যেসব স্থানে লোকজন কাজে ব্যস্ত থাকে, সেখানে উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করা না-জায়েয। লোকজন যদি শ্রবন না করে, তবে তিলাওয়াতকারী গুনাহগার হবে। যদি কাজে ব্যস্ত হবার পূর্বে সে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে, আর ঐ জায়গা কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং প্রথমে পড়া সে শুরু করে আর লোকেরা শ্রবন করেনা তবে লোকেরা গুনাহগার হবে, আর যদি কাজ শুরু করার পর সে পড়া শুরু করে তবে পাঠকারী গুনাহগার হবে। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

﴾১৩﴿ যে স্থানে কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দিচ্ছে কিংবা কোন ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীনের পুনরাবৃত্তি করছে বা অধ্যয়ন করছে, সেখানেও উচ্চ স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। (প্রাগুক্ত)

﴾১৪﴿ শুয়ে শুয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করাতে কোন বাধা নেই, যদি পা সংকুচিত অবস্থায় থাকে, আর মুখ খোলা থাকে। অনুরূপ হাটাচলা ও কাজকর্ম করার সময়ও কুরআন তিলাওয়াত জায়েয, যদি মনোযোগ নষ্ট না হয়। অন্যথায় মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, ৪৯৬পৃষ্ঠা)

﴾১৫﴿ গোসলখানায় এবং অপবিত্র স্থানে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা না-জায়েয। (প্রাগুক্ত)

﴾১৬﴿ পবিত্র কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শ্রবন করা, তিলাওয়াত করা ও নফল (নামায) পড়ার চাইতে উত্তম। (প্রাগুক্ত, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

﴾১৭﴿ কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফ অশুদ্ধ ভাবে পড়ে থাকলে শ্রোতার উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাকে বলে দেওয়া, যদি বলে দেওয়াতে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। (প্রাগুক্ত, ৪৯৮ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(১৮) অনুরূপ ভাবে কারো কুরআন শরীফ যদি কেউ কিছু দিনের জন্য নিল, আর সেই কুরআন শরীফটিতে যদি মুদ্রণজনিত ভুল থাকে, তবে যার কুরআন তাকে জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩য় অংশ, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

(১৯) গ্রীষ্ম কালে কুরআন মজীদ সকাল বেলায় খতম করা উত্তম। আর শীত কালে রাতের প্রথম ভাগে, কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে ব্যক্তি দিনের শুরুতেই কুরআন খতম করে, ফেরেশতারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, আর যে ব্যক্তি রাতের প্রারম্ভেই কুরআন খতম করে, ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" গ্রীষ্ম কালে দিন যেহেতু বড় হয়ে থাকে, সেহেতু সকাল বেলায় খতম করাতে ফেরেশতাদের ক্ষমা চাওয়া দীর্ঘায়িত হবে, আর শীতকালের রাতগুলো যেহেতু বড় হয়ে থাকে, সেহেতু রাতের প্রারম্ভে খতম করাতে ফেরেশতাদের ক্ষমা চাওয়া দীর্ঘায়িত হবে। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

(২০) পবিত্র কুরআন খতম করার পর তিন বার সূরা ইখলাস পড়ে নেওয়া উত্তম। যদিও তারাবীহ্র নামাযে হোক। হ্যাঁ, যদি ফরজ নামাযে খতম করে থাকে, তবে এক বারের বেশি পড়বেন না।

(গুনইয়াতুল মুতামাল্লা, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

(২১) কুরআন খতমের নিয়ম হচ্ছে: সূরা নাস শেষ হওয়ার পর পুনরায় সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারা শুরু থেকে وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴿۵﴾ পর্যন্ত পড়ে নিবেন। এরঃপর দোআ করবেন, কেননা এটিই সুন্নাত। হযরত সায়্যিদুনা আবদুলাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাআব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন সূরা নাস শেষ করতেন তখন সূরা ফাতিহা শুরু করতেন এবং সূরা বাকারার وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴿۵﴾ পর্যন্তও তিলাওয়াত করে নিতেন। এর পর কুরআন খতমের দোয়া পাঠ করেই দাঁড়াতেন। (আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

ইজাবত কা সহরা ইনায়ত কা জোড়া
দুলহান বন কে নিকলি দোয়ায়ে মুহাম্মদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুন্নাটি রহস্য ফাস করে দিল!

হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তূসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁর নেক আমলগুলো গোপন রাখার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করতেন। এমনকি এক বার তিনি বলেছিলেন: যদি সম্ভব হয় আমি (আমলনামা লিখক সম্মানিত ফিরিশতা) কিরামান কাতিবীন থেকেও গোপন করে ইবাদত করব। রাবী বলেছেন: আমি বিশ বৎসরেরও বেশি সময় তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সাথে ছিলাম। কিন্তু জুমুআর নামায ব্যতীত কখনো তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দুই রাকাত নফল নামায পড়তে দেখিনি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه পানির মশক নিয়ে তাঁর বিশেষ কামরায় (রুমে) তাশরীফ নিয়ে যেতেন, আর ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। আমি কখনো বুঝতে পারতাম না যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কামরায় (রুমে) কী করতেন। একদিন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মাদানী মুন্নাটি জোরে জোরে কান্না করতে লাগল। তার আম্মাজান তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। আমি বললাম: মাদানী মুন্না! তুমি এত করে কেন কান্না করছ? বিবি সাহেবান বললেন: তার বাবা (হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান তূসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه) এই কামরায় (রুমে) কুরআন তিলাওয়াত করছেন, আর কান্না করছেন, আর সেও তাঁর আওয়াজ শুনে কান্না করতে লাগল। শায়খ আবু আবদুলাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه (রিয়ার ধ্বংসাত্মকতা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে) নেক আমলগুলো গোপন রাখার এতই চেষ্টা করতেন যে, তিনি ইবাদত করার পর তাঁর সেই বিশেষ কামরা থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে তাঁর মুখ ধুয়ে চোখে সুরমা লাগিয়ে নিতেন। যাতে করে তাঁর চেহারা ও চোখ দেখে কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, ব্যক্তিটি কান্না করেছিল।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯ম খন্ড, ২৫৫৪ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلّ! এক দিকে নেক আমল গোপনকারী সেই একনিষ্ঠ নেককার বান্দা, আর হায়! অপর দিকে নিজেদের নেক আমলগুলো ডাক-ঢোল পিটিয়ে বড় সড় করে প্রকাশকারী আমাদের মত ইখলাস-বিমুখ নির্বোধেরা! প্রথম কথা হল, নেক আমল তো হচ্ছেই না; কখনো হয়ে গেলেও তা রিয়ার পর্যায়ে পড়ে যায়। হায় হায়!

নফসে বদকার নে দিল পর ইয়ে কেয়ামত তুড়ি
আমলে নেক কিয়া ভি তো ছুপানে না দিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র কুরআনের হরফগুলো বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে আদায় করা এবং অশুদ্ধ তিলাওয়াত করা থেকে বিরত থাকা ফরজে আইন

আমার আক্বা আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নিঃসন্দেহে এতটুক তাজবীদ (শিখা) ফরজে আইন, যা দ্বারা তাজবীদের ক্বায়িদা অনুযায়ী হরফকে সঠিক মাখরাজের সাথে আদায় করা এবং ভুল পড়া থেকে বিরত থাকা যায়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

কুরআন তিলাওয়াতকারী মাদানী মুন্নাদের ফযীলত

আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীবাসীদের উপর আজাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু যখন শিশুদেরকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেন তখন তিনি আজাব থামিয়ে নেন।

(সুনানে দারেমী, ২য় খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৪৫, দারুল কিতাবুল আরবী, বৈরুত)

হো করম আল্লাহ! হাফেজ মাদানী মুন্নোঁ কে তোফায়ল
জগমগাতে গুম্বদে খদ্বরা কি কিরনোঁ কে তোফায়ল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন '**দা'ওয়াতে ইসলামী**র' অধীনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে **"মাদ্‌রাসাতুল মদীনা"** নামে অসংখ্য মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে এটি লেখা পর্যন্ত শুধু পাকিস্তানেই পঞ্চাশ হাজার মাদানী মুন্না-মুন্নী হিফজ ও নাজেরায় ফ্রি অধ্যয়ন করছে। তাছাড়া অসংখ্য মসজিদে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনার ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রয়েছে। দিনের বেলায় যারা বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন সাধারনত তাদের জন্য এশার নামাযের পর প্রায় ৪০ মিনিটের জন্য বিশুদ্ধ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা শিখানো হয়, বিভিন্ন দোআ মুখস্থ করানো হয়, এবং সুন্নাতও শিখানো হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, ইসলামী বোনদের জন্যও অসংখ্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগাত) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তিলাওয়াতে সিজদার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) সিজদার আয়াত পড়া বা শোনার সাথে সাথে সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল হেদায়া, ১ম খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা, দারু ইহ্‌ইয়উত্ তুরাছুল আরবী, বৈরুত)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

﴾২﴿ ফার্সী বা যে কোন ভাষাতেও যদি সিজদার আয়াতের অনুবাদ পড়া হয় পাঠকারী ও শ্রবনকারীর উপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। শ্রোতা সেটির অনুবাদ বুঝতে পারে বা না পারে যে, এটা সিজদার আয়াতের অনুবাদ। তবে এটা অত্যাবশ্যক যে, সে জানেনা তখন বলে দেওয়া হল এটা সিজদার আয়াতের অনুবাদ ছিল। আর আয়াত পাঠ করা হলে তখন শ্রবনকারীকে সিজদার আয়াত (পাঠ করা হয়েছে) বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

﴾৩﴿ পাঠ করার মধ্যে শর্ত হল, এতটুকু আওয়াজে (তিলাওয়াত) হতে হবে যদি কোন বাধা না থাকে তবে নিজে শুনতে পাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশ, ৭২৮ পৃষ্ঠা)

﴾৪﴿ শ্রবনকারীর জন্য এটা জরুরী নয় যে, সে ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রবণ করুক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে শ্রবণ করুক (উভয় অবস্থায়) সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। (আল হেদায়া, ১ম খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

﴾৫﴿ যদি এতটুকু আওয়াজে আয়াত পাঠ করে, যা নিজে শুনত কিন্তু শোরগোল বা বধির হওয়ার কারনে শুনলনা তবে সিজদা ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যদি শুধু ঠোঁট নড়াচড়া করল আওয়াজ হলনা, তখন সিজদা ওয়াজিব হবেনা। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

﴾৬﴿ সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করা জরুরী নয়। বরং যে শব্দটিতে সিজদার মূল অংশটি রয়েছে তার আগের বা পরের যে কোন শব্দ মিলিয়ে পড়া যথেষ্ট হবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা)

﴾৭﴿ **তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতিঃ** সিজদা করার সুন্নাত পদ্ধতি হলঃ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে 'اَللّٰه اَكۡبَر' বলে সিজদায় যাওয়া, আর কমপক্ষে তিন বার سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی বলা। অতঃপর 'اَللّٰه اَكۡبَر' বলে দাঁড়িয়ে যাবেন। আগে পরে দুই বার 'اَللّٰه اَكۡبَر' বলা সুন্নাত। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদার পরে দাঁড়িয়ে যাওয়া উভয়টি মুস্তাহাব।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৯৯ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

﴾৮﴿ তিলাওয়াতে সিজদার উদ্দেশ্যে 'اَللّٰهُ اَكْبَر' বলার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাবেন না। এতে তাশাহুদও পড়বেন না, সালামও ফিরাবেন না। (তানভীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ৭০০ পৃষ্ঠা)

﴾৯﴿ সেটার নিয়্যতের মধ্যে এটা শর্ত নয় যে, অমুক আয়াতের সিজদা আদায় করছি। বরং সাধারণ তিলাওয়াত সিজদার নিয়্যত থাকলেই যথেষ্ট হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৯৯ পৃষ্ঠা)

﴾১০﴿ নামাযের বাইরে যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে সাথে সাথেই সিজদা দেওয়া ওয়াজিব নয়; হ্যাঁ! তবে উত্তম হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে নেওয়া, আর অযু থাকলে দেরী করা মাকরূহে তানযীহি।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠা)

﴾১১﴿ কোন কারণে যদি যথা সময়ে সিজদা করতে না পারে, তা হলে তিলাওয়াতকারী ও শ্রবনকারী উভয়ে এটা বলা মুস্তাহাব:

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ): আমরা শুনলাম আর অনুগত হলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বস্তুতঃ তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(পারা ৩, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৮৫) (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠা)

﴾১২﴿ একই বৈঠকে[১] সিজদার একটি আয়াতকে বার বার পাঠ করা হল কিংবা শোনা হল। তবে একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে। যদিও কতিপয় লোক থেকে শুনা হয়। অনুরূপ ভাবে সিজদার যে আয়াতটি পড়েছে, আর একই আয়াত অন্যের থেকে শুনে তখনও একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৭১২ পৃষ্ঠা)

---

[১] বৈঠকের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"বাহারে শরীয়াত"** কিতাবের ১ম খন্ডের ৭৩৬ পৃষ্ঠা থেকে দেখে নিন।

﴾১৩﴿ সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করা, আর সিজদার আয়াতটি বাদ দিয়ে দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। পক্ষান্তরে কেবল সিজদার আয়াতটি তিলাওয়াত করাতে কোন ধরনের অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হল, আগের বা পরের দুই-একটি আয়াতের সাথে এই আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়া। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাজত পূরণের জন্য

﴾১৪﴿ (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে)। যে কোন ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য একই বৈঠকে সিজদার সব কটি (অর্থাৎ ১৪টি) আয়াত পাঠ করতঃ সিজদা করলে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন। চাই একটি একটি আয়াত পাঠ করতঃ একটি একটি করে সিজদা দিবে, অথবা সকল আয়াত এক সাথে পাঠ করার পর ১৪টি সিজদা দিবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশ, ৭৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১৪টি সিজদার আয়াত

﴾১﴿ ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩ ﴿۲۰۶﴾﴾ (পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২০৬)

﴾২﴿ ﴿وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩ ﴿۱۵﴾﴾ (পারা: ১৩, সূরা: রা'আদ, আয়াত: ১৫)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৩) ﴿وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾﴾ (পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৪৯)

(৪) ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ۙ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ السجدة﴾

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৭-১০)

(৫) ﴿اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ﴿٥٨﴾ السجدة﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়াম, আয়াত: ৫৮)

(৬) ﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾ؕ السجدة﴾ (পারা: ১৭, সূরা: হজ্ব, আয়াত: ১৮)

(৭) ﴿وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾ؑ السجدة﴾ (পারা: ১৯, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ৬০)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

﴾৮﴿ ﴾اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝۲۵ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩ ۝۲۶﴿ (পারা: ১৯, সূরা: নামাল, আয়াত: ২৫-২৬)

﴾৯﴿ ﴾اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ۝۱۵﴿ (পারা: ২১, সূরা: সাজদাহ, আয়াত: ১৫)

﴾১০﴿ ﴾فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩ ۝۲۴ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝۲۵﴿ (পারা: ২৩, সূরা: সোয়াদ, আয়াত: ২৪-২৫)

﴾১১﴿ ﴾وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝۳۷ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْــَٔمُوْنَ ۩ ۝۳۸﴿ (পারা: ২৪, সূরা: হামীম আস্ সাজদাহ, আয়াত: ৩৭-৩৮)

﴾১২﴿ ﴾فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩ ۝۶۲﴿ (পারা: ২৭, সূরা: নাজম, আয়াত: ৬২)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

(১৩) ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾﴾ (পারা: ৩০, সূরা: ইনশিকাক, আয়াত: ২০-২১)

(১৪) ﴿وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ﴿١٩﴾﴾ (পারা: ৩০, সূরা: আলাক, আয়াত: ১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র কুরআন স্পর্শ করার ৯টি মাদানী ফুল

(১) অযু না থাকলে পবিত্র কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু করে নেওয়া ফরজ। (নূরুল ঈজা, ১৮ পৃষ্ঠা)

(২) স্পর্শ না করে দেখে দেখে (অযু ছাড়া) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করাতে কোন অসুবিধা নেই।

(৩) পানির সুযোগ ও সামর্থ থাকা সত্ত্বে তায়াম্মুম করে পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা, সিজদায়ে তিলাওয়াত করা এবং শোকরানার সিজদা দেওয়া জায়েয নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২য় অংশ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

(৪) যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যদিও তা সহজ সরল ব্যাখ্যা, বাইন্ডিং, বা ছোট কাপড় (কুরআন শরীফের সাথে লাগানো) স্পর্শ করে বা স্পর্শ না করে দেখে দেখে বা মুখস্ত পড়া বা কোন আয়াত লিখা, আয়াতের তাবিজ লিখা, বা এমন তাবিজ স্পর্শ করা, বা এমন আংটি স্পর্শ করা, পরিধান করা, যেমন- হরফে মুকাত্তাআত লিখা আংটি[২] পরিধান করা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২য় অংশ ৩২৬ পৃষ্ঠা)

---

[২] الٓمّٓ۔كٓهٰيٰعٓصٓ۔يٰسٓ۔طٰهٰ۔قٓ ইত্যাদি হরফকে হুরূফে মুকাত্তাআত বলা হয়ে থাকে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

﴾৫﴿ কুরআন শরীফ যদি জুযদানের মধ্যে থাকে, তা হলে জুযদান স্পর্শ করাতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ রুমাল ইত্যাদি এমন কোন (আলাদা) কাপড় দিয়ে স্পর্শ করা যা নিজের সাথে এবং কুরআন শরীফের সাথেও লাগানো নয়, তাহলে জায়েয। জামার আস্তিন, ওড়নার আঁচল, এমনকি চাদরের এক প্রান্ত নিজের কাঁধের উপর এমতাবস্থায় সেটির অপর প্রান্ত দিয়ে স্পর্শ করাও হারাম। কেননা, এসব তারই সাথে লাগানো। যেমন- কুরআন শরীফের সাথে সেটির চুলি বা ছোট কাপড় লাগানো থাকে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

﴾৬﴿ উর্দু, ফার্সী বা যে কোন ভাষাতেই কুরআন শরীফের অনুবাদ হয়ে থাকুক না কেন, সেটি স্পর্শ করা ও পড়ার ব্যাপারে কুরআন মজীদ (তিলাওয়াতের) বিধান বর্তাবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

﴾৭﴿ কোন বই বা পত্রিকায় কুরআন শরীফের আয়াত লিখা থাকলে, সেই আয়াতের উপর অনুরূপ ভাবে ঐ আয়াত লিখা কাগজের অংশটির বরাবর পেছনের দিকে অযু ও গোসল ছাড়া স্পর্শ করা জায়েয নেই।

﴾৮﴿ যে কাগজে কেবল কুরআন শরীফের আয়াত লিখিত রয়েছে, অন্য কিছু লিখা নেই, সেটির সামনে, পিছনে, কোণা ইত্যাদি কোন দিকেই অযু ছাড়া ও গোসল করা ব্যতীত স্পর্শ করা যাবে না।

কালাম পাক কে মাওলা মুঝে আদাব শিখা দেয়
মুঝে কাবা দেখা দেয় গুম্বদে খদ্বরা ভি দেখা দেয়।

কিতাব প্রকাশকদের নিকট মাদানী অনুরোধ

﴾৯﴿ দ্বীনি কিতাব, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশকদের খেদমতে আমার ব্যথাভরা মাদানী অনুরোধ যে, মলাটের **(TITLE)** চারটি পৃষ্ঠার কোন পৃষ্ঠাতেই আপনারা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বা সেটির অনুবাদ ছাপাবেন না।

কেননা, কিতাব বা রিসালা হাতে নেওয়ার সময়, সরানোর সময় অসংখ্য মুসলমান অন্যমনস্ক হয়ে অযু বিহীন অবস্থাতেও স্পর্শ করতে পারে। এ ব্যাপারে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩তম খন্ডের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন: পবিত্র কুরআনের আয়াতকে পত্রিকার কাগজের রোল, (অর্থাৎ পত্রিকা বা রিসালার বান্ডেল, পুটলি বা ঘুড়ির আশপাশ জড়ানো কাগজ) কার্ড, লেফাফা বা প্যাকেটের উপর ছাপানো বে-আদবী এবং হারামের দিকে নিয়ে যায়, আর তা ডাক পিয়ন ইত্যাদি অযুহীন, জুনুবী (তথা যাদের উপর গোসল করা ফরজ) বরং কাফেরের হাতে লাগবে যে সব সময় জুনুবী থাকে, আর তা হারাম। **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেছেন: لَّا یَمَسُّہٗۤ اِلَّا الۡمُطَہَّرُوۡنَ ﴿۷۹﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**): "এটিকে পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ যেন স্পর্শ না করে।" সীল মারার জন্য এগুলো মাটিতে রাখা হবে। ছিঁড়ে ফেটে বাজে জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে, এসব অমর্যাদায় পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত সমর্পন করা তার (প্রকাশকের বা লিখকের) কাজ হিসাবে গন্য হবে।

করদম আয আকল সোয়ালে কেহ্ বাগাহ্ ঈমান চীস্ত
আকল দর গোশে দিলম গোফ্‌ত কেহ্ ঈমান আদব আস্ত

(**অনুবাদ**: আমি বিবেকের নিকট প্রশ্ন করলাম; তুমি বলে দাও ঈমান কী? বিবেক আমার মনের কানে এসে বলল; ঈমান হচ্ছে আদবের নাম)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কোন কিতাবের মলাটে **(TITLE)** যদি পবিত্র কুরআনের আয়াত ছাপানো দেখতে পান তা হলে আপনাদের নিকট অনুরোধ থাকবে, ভাল ভাল নিয়্যত করতঃ কিতাবটির প্রকাশককে উল্লেখিত লেখাগুলো এক বার দেখাবেন বা সেটির ফটোকপি করে ডাক এর মাধ্যমে তার নিকট পাঠিয়ে দিবেন।

সাথে এটিও লিখবেন যে, আপনার প্রকাশিত অমুক কিতাবের মলাটের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াত দেখতে পাওয়ায় এই লেখার মাধ্যমে আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করছি যে, দয়া করে কিতাবের মলাটে পবিত্র কুরআনের আয়াত বা অনুবাদ ছাপাবেন না। যাতে মুসলমানগণ অন্যমনস্ক হয়ে অযুহীন অবস্থায় কুরআনের আয়াত স্পর্শ করা থেকে বেঁচে থাকে। প্রকাশকটি যদি বুজর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی আশেক হয়ে থাকেন, তা হলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনাকে দোআ দিয়ে ধন্য করে আগামীতে সাবধানতার নিয়্যতটি প্রকাশ করবেন।

মাহফূজ খোদা রাখ্না সদা বে-আদবোঁ ছে
অওর মুঝ ছে ভি সরযদ না কভি বে-আদবী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কুরআনের অনুবাদের ৪টি মাদানী ফুল

(১) তাফসীর ছাড়া কুরআন শরীফের শুধু অনুবাদ না পড়া চাই। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ফতোওয়ার অংশ বিশেষের সারাংশ হল: অত্যন্ত পারদর্শী আলিম ছাড়া শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ে (কুরআন শরীফ) বোঝা সম্ভব নয়। বরং তাতে উপকারের চাইতে ক্ষতিটাই বেশি। অনুবাদ পড়তে হলে কোন দ্বীনদার সুন্নী কামেল পারদর্শী আলেমের নিকট থেকেই পড়বেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া নতুন সংস্করন, ২৩তম খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) পবিত্র কুরআন বুঝার জন্য আমার আক্বা আ'লা হযরত অলীয়ে নেয়ামত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মার্তাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলেমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, বায়েছে খাইর ও বরকত হযরত আল্লামা মাওলানা আল-হাজ্ব আল-হাফেজ আল-ক্বারী শাহ্ **ইমাম আহমদ রযা খান** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

জগত-বিখ্যাত কুরআনের অনুবাদ **'কানযুল ঈমান'** সম্বলিত তাফসীরে **'খাযায়িনুল ইরফান'** (হযরত আল্লামা মাওলানা সাইয়্যিদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কর্তৃক লিখিত) কিতাবটি সংগ্রহ করে নিন।

﴾৩﴿ দৈনিক কুরআন শরীফের কমপক্ষে তিনটি আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে) তিলাওয়াত করার **মাদানী ইনআমের**[৩] উপর আমল করুন। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি নিজেই সেটির বরকত দেখতে পাবেন।

﴾৪﴿ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাংগঠনিক রূপরেখা অনুযায়ী প্রতিটি মসজিদকেই একটি যেলী হালকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেক যেলী হালকাগুলোতে প্রত্যহ ফজর নামাযের পর ইজতিমায়ী ভাবে কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা মাদানী হালকার লক্ষ্য রয়েছে। সম্ভব হলে ইসলামী ভাইয়েরা সেখানে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

'কানযুল ঈমান' এ্যায় খোদা মাঁই কাশ! রোজানা পড়োঁ
পড়কে তাফসীর ইস্ কি পিহ্র উস পর আমল করতা রহোঁ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

[৩] বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মাহলে (পরিবেশে) ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি এবং ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি মাদানী ইন্আমাত প্রশ্নাকারে প্রদান করা হয়েছে। সৌভাগ্যবানরা প্রতিদিন **'ফিক্‌রে মদীনা'** করে সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তর প্রদান করে ঘর পূরণ করে এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিজেদের যিম্মাদারে নিকট জমা করিয়ে থাকে। পরিপূর্ণ পদ্ধতি জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী ইন্আমাত নামক রিসালা সংগ্রহ করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** মাকতাবাতুল মদীনার প্রায় সব রিসালা দেখুন তাছাড়া এগুলোর প্রিন্টও বের করা যায়।

পবিত্র পৃষ্ঠাগুলোকে দাফন করার অথবা ঠান্ডা করার ২টি মাদানী ফুল

(১) পবিত্র কুরআন শরীফ যদি এমন পুরাতন হয়ে যায় যে, তিলাওয়াত করা যায় না, আর আশংকা থাকে যে, এটির পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে পবিত্র একটি কাপড়ে জড়িয়ে সেটিকে সাবধানতামূলক স্থানে দাফন করে ফেলবেন। দাফন করার জন্য সেটির জন্য লাহাদ বানাবেন (অর্থাৎ গর্ত খনন করবেন, তারপর সেটির পশ্চিম পাশের দেওয়ালটির দিক থেকে এতটুকু খনন করবেন যেন পবিত্র কুরআন শরীফটির সকল পৃষ্ঠা সেখানে সংকুলান হয়ে যায়) যাতে তার উপর মাটি না পড়ে। অথবা গর্তটিতে পবিত্র কুরআন শরীফটি রেখে সেটির উপর কাঠ দিয়ে ছাঁদ বানিয়ে মাটি চাপা দিবেন, যেন কুরআন শরীফে মাটি না পড়ে। কুরআন শরীফ পুরাতন হলেও সেটি জ্বালানো যাবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা, মাকাতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

(২) পবিত্র পৃষ্ঠাগুলো কখনো অগভীর সমুদ্রে, নদীতে কিংবা খালে ফেলবেন না। সাধারণতঃ সেটি ভেসে ভেসে কিনারার দিকেই চলে আসে। এতে করে সেটির জঘন্য বে-আদবী হয়। ঠান্ডা করার নিয়ম হল: কোন থলে বা খালি বস্তায় রেখে সেটিতে ভারী পাথর ঢুকিয়ে দিবেন। তাছাড়া থলে বা বস্তার বিভিন্ন স্থানে এমনভাবে ফুঁটো করে দিবেন যেন তাড়াতাড়ি পানি ঢুকতে পারে এবং গভীরে চলে যায়। অন্যথায় পানি যদি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে কখনো কখনো অনেক দিন ধরে ভাসতে ভাসতে তা আবারও কিনারায় এসে যায়। আবার কোন অসভ্য লোক কিংবা কোন কাফির সেই বস্তাটি পাওয়ার লোভে পবিত্র কুরআন শরীফের পৃষ্ঠাগুলো কিনারাতেই ফেলে দিয়ে থাকে। এতে করে এমন বে-আদবী হয়, শুনে আশেকগণের কলিজা কেঁপে উঠে। পবিত্র পৃষ্ঠাগুলোর মোড়ানো বস্তা পানির গভীরে পৌঁছানোর জন্য মুসলমানগণ নৌকার মাঝিরও সাহায্য নিতে পারেন। কিন্তু বস্তায় যে কোন অবস্থাতেই ফুঁটো করে দিতে হবে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মাঁই আদব কুরআন কা হার হাল মেঁ করতা রহোঁ
হার ঘড়ি আয় মেরে মাওলা তুঝ ছে মাঁই ডরতা রহোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিবিধ ৮টি মাদানী ফুল

﴿১﴾ পবিত্র কুরআনকে জুযদান ও গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখাই আদব। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمْ اَجْمَعِین এর যুগ থেকেই মুসলমানরা এ আমলটি করছেন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

﴿২﴾ পবিত্র কুরআন শরীফের আদবগুলোর মধ্যে এটাও রয়েছে: কুরআন শরীফের দিকে যেন পিঠ না দেওয়া হয়, পা প্রসারিত করা না হয়, পা কুরআন শরীফ থেকে উপরে তুলবেন না, নিজে উঁচু স্থানে কুরআন শরীফ নিচু স্থানে এরকমও রাখবেন না। (প্রাগুপ্ত)

﴿৩﴾ অভিধান, নাহু ও সরফ বিষয়গুলোর মর্যাদা পরস্পর সমান। এই বিষয় গুলোর যে কোন কিতাব এই তিন বিষয়ের অন্য কিতাবের উপর রাখা যাবে। এই তিন শ্রেণির কিতাবের উপরে ইলমে কালামের কিতাবগুলো রাখতে হবে। এসবের উপরে রাখতে হবে ফিকাহর কিতাব। হাদিস, ওয়াজ-নসিহত, দোআয়ে মাছূরার (অর্থাৎ কুরআন-হাদিস থেকে চয়নকৃত দোআর) কিতাবগুলো ফিকাহ্‌র কিতাবের উপর রাখতে হবে। তাফসীরের কিতাব এসবের উপর রাখতে হবে এবং সবার উপরে পবিত্র কালামুল্লাহ্ কুরআন মজীদকে রাখুন। যে সিন্ধুকে কুরআন মজীদ রয়েছে তার উপর কাপড় ইত্যাদি রাখবেন না। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩২৩-৩২৪ পৃষ্ঠা)

﴿৪﴾ কোন ব্যক্তি কেবল খাইর-বরকতের উদ্দেশ্যে ঘরে পবিত্র কুরআন এনে রেখেছে, কিন্তু তিলাওয়াত করে না। তবে গুনাহ হবে না। বরং তার এই নিয়্যতের জন্য সাওয়াব পাবে। (ফতোওয়ায়ে কাজী খান, ২য় খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

﴾৫﴿ অমনোযোগী অবস্থায় পবিত্র কুরআন শরীফ যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে কিংবা তাক ইত্যাদি থেকে নিচে তাশরিফ নিয়ে যায় (অর্থাৎ পড়ে যায়), কোন গুনাহ হবে না, কাফফারাও দিতে হবে না।

﴾৬﴿ বে-আদবীর নিয়্যতে কেউ যদি مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ (আল্লাহর পানাহ) পবিত্র কুরআনকে মাটিতে ছুঁড়ে মারে কিংবা ঘৃনা করে সেটিতে পা রাখে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে।

﴾৭﴿ কেউ যদি পবিত্র কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে কিংবা তার উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা বা কসমের শব্দ উচ্চারণ করে কোন কথা বলে, তাহলে সেটি অত্যন্ত **"মজবুত কসম"** হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞা বা কসমের শব্দ না বলে কেবল কুরআন করীম হাতে নিয়ে কিংবা সেটিতে হাত রেখে কথা বললে কসমও হবে না, তার কোন কাফফারাও দিতে হবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩তম খন্ড, ৫৭৪-৫৭৫ পৃষ্ঠা)

﴾৮﴿ যদি মসজিদে অনেক কুরআন শরীফ জমে গেল। সবগুলো ব্যবহারে আসছে না। থাকতে থাকতে সেগুলো জীর্ণ শীর্ন হয়ে গেছে। তবুও সেগুলো বিক্রি করে সেই টাকা মসজিদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য এমন অবস্থায় এসব কুরআন শরীফ অন্য কোন মসজিদে বা মাদরাসায় রেখে দেওয়ার জন্য বন্টন করা যাবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

হার রোজ মাঁই কুরআন পড়োঁ কাশ খোদায়া
আল্লাহ্! তিলাওয়াত মেঁ মেরে দিল কো লাগা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের ৫টি মাদানী ফুল

(১) **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা পানিতে ডুবন্ত মানুষের মত। সে অধীর অপেক্ষায় থাকে তার পিতা, মাতা, ভাই বা কোন বন্ধুর দোআ তার নিকট আসছে কি না। আর যখন কারো দোআ পৌঁছে, তখন সেটি তার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার চাইতে উত্তম হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলা** কবরবাসীদের জন্য তাদের জীবিত সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে পাঠানো উপঢৌকনের সাওয়াবকে পাহাড়ের মত করে প্রদান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার হল **'মাগফিরাতের দোআ'**।" (শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদিস- ৭৯০৫)

(২) তাবারানী শরীফে রয়েছে; কোন ব্যক্তি যখন মৃত ব্যক্তিকে ইছালে সাওয়াব করে, তখন হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সেই সাওয়াবগুলোকে নূরানী পাত্রে রেখে কবরের কিনারায় দণ্ডায়মান হয়ে যান, আর বলেন, হে কবরবাসী! এই উপহারগুলো তোমার পরিবার-পরিজনদের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে, গ্রহণ করে নাও। একথা শুনে সেই মৃত ব্যক্তিটি আনন্দিত হয়ে যায়, আর তার প্রতিবেশী (কবরের অন্যান্য মৃত ব্যক্তিরা) নিজে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার উপর চিন্তিত হয়ে পড়ে।

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৫ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদিস- ৬৫০৪, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

কবর মেঁ আহ! ঘোপ আন্ধেরা হে
ফজল ছে কর দে চাঁদনা ইয়া রব!

(৩) তিলাওয়াতে কুরআনের পাশাপাশি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, বয়ান, দরস, মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইন্‌আমাত, নেকীর দাওয়াত, দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন, মাদানী কাজের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ ইত্যাদি প্রত্যেক নেক কাজ ইছালে সাওয়াব করতে পারেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি:

﴾৪﴿ **"ইছালে সাওয়াব"** কঠিন কোন কাজ নয়। কেবল এতটুকু বলে দেওয়া বা অন্তরে নিয়্যত করে নেওয়াই যথেষ্ট, যেমন- **হে আল্লাহ!** আমি যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করলাম (বা অমুক অমুক আমল করলাম) সেগুলোর সাওয়াব আমার আম্মাজানের রূহে পৌঁছিয়ে দাও। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব পৌঁছে যাবে।

ফাতিহা করার পদ্ধতি:

﴾৫﴿ মুসলমানদের মাঝে বিশেষত খাবার দিয়ে যেভাবে ফাতিহা করার নিয়ম চালু রয়েছে সেটিও অনেক ভাল। সে সময়ে তিলাওয়াত ইত্যাদিরও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। যেসব খাবারের ইছালে সাওয়াব করবেন, সেসব খাবার বা সবগুলো থেকে সামান্য সামান্য খাবার নিবেন এবং একটি গ্লাসে পানি নিয়ে সবগুলো সামনে রাখবেন। অতঃপর اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ পাঠ করবেন। তার পর:

সূরা কাফিরূন ১ বার।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ﴿۳﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿۴﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ﴿۵﴾ لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ ﴿۶﴾

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

সূরা ইখলাস ৩ বার।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ٪﴿۴﴾

সূরা ফালাক ১ বার।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ٪﴿۵﴾

সূরা নাস ১ বার।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰہِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ٪﴿۶﴾

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সূরা ফাতিহা ১ বার।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾

১ বার।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ ۚۖۛ فِیۡہِ ۚۛ ہُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَیۡبِ وَ یُقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ ۚ وَ بِالۡاٰخِرَۃِ ہُمۡ یُوۡقِنُوۡنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدًی مِّنۡ رَّبِّہِمۡ ٭ وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۵﴾

ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার ﷺ নবী করীম আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

পাঠ করার পর এই পাঁচটি আয়াত পাঠ করুন:

﴿১﴾ وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۳﴾

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৩)

﴿২﴾ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ৫৬)

﴿৩﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

﴿৪﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾ (পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৪০)

﴿৫﴾ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾ (পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)

তার পর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এর পর নিচের দোয়াটি পাঠ করবেন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

এবার হাত তুলে ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি উচ্চ স্বরে 'আল ফাতিহা' শব্দটি বলবেন। উপস্থিত সবাই নিম্ন স্বরে সূরা ফাতিহাটি পাঠ করবেন। এর পর ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি এভাবে ঘোষণা দিবেন: 'আপনারা যা কিছু পাঠ করেছেন সেগুলোর সাওয়াব আমাকে দিয়ে দিন'। উপস্থিত সকলে বলবেন; 'আপনাকে দিয়ে দিলাম'। এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি ইছালে সাওয়াব করে দিবেন।

ইছালে সাওয়াবের দোআ করার পদ্ধতি

হে আল্লাহ! যা কিছু আমরা পাঠ করলাম (খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হলে তবে এভাবে বলুন), যে সব খাবার ইত্যাদি পেশ করা হল, বরং আজ পর্যন্ত যেসব সামান্য আমল করতে পেরেছি, সেগুলো আমাদের নগন্য আমলের মত করে নয়, বরং তোমার দয়ায় কবুল করে নাও। আর সেগুলোর সাওয়াব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী দরবারে হাদিয়া হিসাবে পৌঁছিয়ে দাও। **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ السَّلَام, সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, সকল আউলিয়ায়ে এজামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর দরবারে পৌঁছিয়ে দাও। **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যত মানব ও দানব মুসলমান হয়েছেন অথবা কিয়ামত পর্যন্ত হবেন সকলকে পৌঁছিয়ে দাও।

এ সময় বিশেষ ভাবে যেসব বুজর্গানে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করা হচ্ছে তাঁদের নামও উল্লেখ করবেন। নিজের মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের পীর-মুর্শিদকেও ইছালে সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিবেন। (মৃতদের মধ্যে থেকে যাদের নাম উচ্চারণ করা হয় তারা আনন্দিত হন।) এবার যথারীতি দোয়া শেষ করে দিবেন। (যেসব অল্প অল্প খাবার ও পানি সামনে রাখা হয়েছিল সেগুলো পুনরায় খাবার ও পানির সাথে মিশিয়ে দিন)।

সাওয়াবে আমাল কা মেরে তো পৌঁছা সারি উম্মত কো
মুঝে ভি বখশ্ ইয়া রব! বখশ উন্ কি পেয়ারি উম্মত কো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ী বাঁধার ১৭টি মাদানী ফুল

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয়টি পবিত্র ও মহান বাণী:

১. পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) থেকে উত্তম। (আল ফিরদৌস বিমাসুওরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

২. আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হল টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রত্যেক প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি নূর দান করা হবে।

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭২৫)

৩. নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তাআলা** ও তাঁর ফেরেশতারা জুমুআর দিন আমামা/পাগড়ী পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরন করেন।

(আল ফিরদৌস বিমাসুওরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫২৯)

৪. পাগড়ী সহকারে নামায পড়া দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ।

(প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

৫. পাগড়ী সহকারে একটি জুমুআ পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমুআর সমান। (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

৬. পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।

(জামউল জাওয়ামি লিস সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৫৩৬)

৭. **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়াত"** কিতাবের ১৬ খন্ডের ৩০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন। যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে এবং বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন ঔষধ নেই।

৮. যথারীতি নিয়ম হল পাগড়ীর প্রথম প্যাঁচটি মাথার ডান দিকে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

৯. **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুলিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ীর শিম্‌লা (বা প্রান্ত) প্রায়শ পেছন দিকেই (অর্থাৎ পিঠ মোবারকে) থাকত। আবার কখনো কখনো ডান দিকে। কখনো দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি শিম্‌লা থাকত। শিম্‌লাকে বাম দিকে রাখা সুন্নাতের বিপরীত। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

১০. পাগড়ীর শিম্‌লার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙ্গুল। সর্বাধিক (পিঠের আধাআধি পর্যন্ত) অর্থাৎ প্রায় এক হাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

১১. ক্বিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পাগড়ী বাঁধবেন।

(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস লিস শায়খ আব্দুল হক দেহরভী, ৩৮ পৃষ্ঠা)

১২-১৩. পাগড়ী যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাঁধা যেন গম্বুজের মত হয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

১৪-১৫. রুমাল যদি বড় হয়, আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তা হলে সেটি পাগড়ীই হয়ে গেল। পক্ষান্তরে রুমাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায়, সেটি বাঁধা মাকরূহ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

১৬. যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) ফেলে। পুনরায় বাঁধার নিয়্যত করল। তা হলে এক একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

১৭. খাতামুল মুহাদ্দিসীন, মুহাক্কিক আলাল ইতলাক হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাগড়ী মোবারক অধিকাংশ সাদা, কখনো কালো আবার কখনো সবুজ (রঙের) হত।

(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস, ৩৮ পৃষ্ঠা, দারু ইহ্ইয়াউল উলুম, বাবুল মদীনা করাচী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! **সবুজ গম্বুজ ওয়ালা আক্বা, প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন নূরানী মাথা মোবারকেও সবুজ রংঙের পাগড়ী সাজিয়েছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী** সবুজ পাগড়ীকেই তাঁদের নিদর্শন বানিয়ে নিয়েছেন। সবুজ রঙের পাগড়ীর কথা কী বলব! আমার **মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজার উপর নির্মিত জকমক করা গম্বুজ শরীফও সবুজ রঙের। আশেকানে রাসুলদের উচিত, তাঁরা যেন সবুজ পাগড়ী পরিধান করার মাধ্যমে নিজের মাথাকে সর্বদা **"সবুজ মাথা"** বানিয়ে রাখেন। আর সেই সবুজ রংও **"গাঢ়"** না হওয়ার পরিবর্তে এমন প্রিয় সুন্দর ও লাবন্যময় হয়, যাতে অনেক দূর থেকে এমনকি রাতের অন্ধকারেও সবুজ সবুজ জলওয়ার তোফায়লে জকমক করা নূর বর্ষণ করতে দেখা যায়।

নেহিঁ হে চাঁদ সূরজ কি মদীনে কো কূঈ হাজত
ওহাঁ দিন রাত উন্ কা সব্জ গুম্বদ জগমগাতা হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নাতে ভরা **ইজতিমায়** সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্বরে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদনী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, *"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"* اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন্‌আমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net